BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০৯

Lecture Contents

আধুনিক যুগ-২

গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকের ৯ জন

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- মীর মশাররফ হোসেন
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- জসীমউদ্‌দীন
- দীনবন্ধু মিত্র
- রোকেয়া সাখাওয়াত
- কায়কোবাদ
- ফররুখ আহমদ

গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকের ৯ জন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলা সাহিত্যে শিল্পসম্মত গদ্যের জনক বলা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে (১৮২০-১৮৯২)। বিদ্যাসাগরের পারিবারিক উপাধি 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ খ্রি. মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন। বাংলা গদ্যে যতি চিহ্ন বা বিরাম চিহ্ন প্রবর্তন করেন বিদ্যাসাগর। এটি ইংরেজি ভাষা থেকে সংগৃহীত। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিরাম চিহ্নের সংখ্যা মোট ১৪টি। (নোট: বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী বাংলা যতিচিহ্ন ১৬টি) বিদ্যাসাগর প্রথম 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) রচনায় সার্থক বিরামচিহ্নের প্রয়োগ করেছেন। বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করেন (১৮৪১-১৮৪৬) ৬ বছর। তিনি ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন, ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগর একাধারে লেখক, সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ। তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলন নামে সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন করা হয়।

বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম গ্রন্থ- 'বাসুদেব চরিত' (১৮৪৭ পূর্ববর্তী রচনা), এটি অনুবাদমূলক গ্রন্থ। মহাভারতের কৃষ্ণলীলার একটি অংশের অনুবাদ এটি। তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭)। হিন্দিভাষার সাহিত্যিক লালুজী রচিত 'বৈতাল পৈচ্চিসীর' আলোকে বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেছেন।

'শকুন্তলা' রচনাটি বিদ্যাসাগর মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের আলোকে রচনা করেছেন। শেক্সপিয়রের Comedy of Errors নাটক অবলম্বনে বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনা করেন।

বিদ্যাসাগর রচিত উপাখ্যানধর্মী মৌলিক রচনা 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৯২)। বন্ধুর কন্যা 'প্রভাবতী'র মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ করে এটি রচিত। বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত পত্রিকার নাম "সর্বশুভকরী", প্রকাশকাল ১৮৫০ সালে। ১৮৫৫ সালে স্কুলগামী শিশুদের জন্য লিখেন "বর্ণপরিচয়" বইটি, যা ক্লাসিক মর্যাদা লাভ করে।

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারকমূলক গ্রন্থগুলো- বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬), বাল্যবিবাহের দোষ।

পারিবারিক উপাধি- বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর উপাধি- সংস্কৃত কলেজ (১৮৩৯)

বিরাম চিহ্ন প্রবর্তন- বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) গ্রন্থে

তাঁর প্রথম গ্রন্থ- 'বাসুদেব চরিত' (১৮৪৭)

তাঁর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থ- ব্যাকরণ কৌমুদী

সম্পাদিত পত্রিকা- সর্বশুভকরী

তাকে বলা হয়- শিল্পসম্মত গদ্যের জনক।

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা গদ্যের জনক কে?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২. **তাঁর পারিবারিক উপাধি কী?**
উত্তর: বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পারিবারিক নাম?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন?**
উত্তর: সংস্কৃত কলেজ।

৫. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন নামে স্বাক্ষর করতেন?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

৬. **'বেথুন কলেজ' কার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৭. **'বিধবা বিবাহ' প্রচলন করেন কে?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৮. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিসের জনক?**
উত্তর: বাংলা গদ্যের।

৯. **বাংলা সাহিত্যে কে প্রথম বিরামচিহ্নের ব্যবহার করেন?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১০. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: বেতালপঞ্চবিংশতি।

১১. **ঈশ্বরচন্দ্র তার কোন গ্রন্থে বিরামচিহ্নের সফল প্রয়োগ করেন?**
উত্তর: বেতালপঞ্চবিংশতি।

১২. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: প্রভাবতী সম্ভাষণ।

১৩. **'আত্মচরিত' কার লেখা?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৪. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বাঙ্গালা-অভিধান' কোনটি?**
উত্তর: শব্দমঞ্জরী।

১৫. **'বোধোদয়' পাঠ্যবইটি কে রচনা করেন?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৬. **বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম যতিচিহ্নের প্রচলন করেন কে?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৭. **বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়–**
উত্তর: ১৮৪৭ সালে।

১৮. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর: ১৮২০ সালে।

১৯. **বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম শোকগাঁথা কোনটি?**
উত্তর: প্রভাবতী সম্ভাষণ।

২০. **কোন গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য নতুন যুগের সূচনা হয়।**
উত্তর: বেতাল পঞ্চবিংশতি।

২১. **১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের লেখা কোন বইটি ক্ল্যাসিক মর্যাদা লাভ করেছে?**
উত্তর: বর্ণ পরিচয়।

২২. **'শকুন্তলা' কার লেখা/অনুবাদ গ্রন্থ?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২৩. **বাংলা গদ্যে প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ–**
উত্তর: বিদ্যাসাগরচরিত/আত্মচরিত।

২৪. **বাংলা সাহিত্যে শিল্পসম্মত গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয় কাকে?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২৫. **'বিধবা বিবাহ আইন' প্রবর্তনে ভূমিকা রাখেন কে? কত সালে?**
উত্তর: ১৮৫৬ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২৬. **'শকুন্তলা' রচনাটি কোন সাহিত্যের আলোকে রচিত?**
উত্তর: সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলম অবলম্বনে (কবি কালিদাস)।

২৭. **শেক্সপিয়ারের 'Comedy of Errors' নাটক অবলম্বনে বিদ্যাসাগর কোন সাহিত্য রচনা করেন?**
উত্তর: ভ্রান্তিবিলাস।

২৮. **বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি? এটি কোন সাহিত্যের আলোকে রচনা করেন?**
উত্তর: বেতাল পঞ্চবিংশতি। এটি হিন্দি ভাষায় লাল্লুজি রচিত 'বৈতাল পৈচ্চিসী' অবলম্বনে রচিত।

২৯. **বিদ্যাসাগর রচিত দুটি মৌলিক রচনার নাম লিখুন?**
উত্তর: প্রভাবতী সম্ভাষণ, বিদ্যাসাগর চরিত।

৩০. **বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?**
উত্তর: ব্যাকরণ কৌমুদী। এটি ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৩১. **'সর্বশুভকরী' পত্রিকার সম্পাদক কে? কত সালে প্রত্রিকাটি প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এটি ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়।

৩২. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন?**
উত্তর: ১৮৪১ সালে।

Teacher's Work

১. **প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা কে?** [৪৫তম বিসিএস]
ক রাজা রামমোহন রায় খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **খ**

২. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?** [৪৩তম বিসিএস]
ক চৌবেরিয়া গ্রাম, নদীয়া খ. কাঁঠালপাড়া গ্রাম, চব্বিশ পরগনা
গ বীরসিংহ গ্রাম, মেদিনীপুর ঘ. দেবানন্দপুর গ্রাম, হুগলি **গ**

৩. **'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয়-** [৩১তম বিসিএস]
ক উইলিয়াম কেরীকে খ রাজা রামমোহন রায়কে গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ঘ প্যারীচাঁদ মিত্রকে **গ**

৪. **কোনটি বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীমূলক লেখা?** [৩৮তম বিসিএস]
ক স্মৃতি কথামালা খ আত্মচরিত গ আত্মকথা ঘ আমার কথা **খ**

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১. জন্ম: ২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ খ্রি. ।
২. মৃত্যু: ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন ।
৩. জন্মস্থান: যশোর জেলার কেশবপুর থানায় সাগরদাঁড়ি গ্রামে ।
৪. মৃত্যুস্থান: কলকাতার আলিপুর হসপিটালে মারা যান ।
৫. পিতার নাম: মহামতি মুনশী রাজনারায়ণ দত্ত ।
৬. মাতার নাম: জাহ্নবী দেবী ।

মাইকেলের উপাধি ও ছদ্মনাম:

১. **উপাধি:** মাইকেল, বাংলা সাহিত্যের সনেটের প্রবর্তক, দত্তকুলোদ্ভব কবি, বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী বা বিপ্লবের কবি, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, মহাকবি ।
২. **ছদ্মনাম:** টিমোথি পেনপয়েম, By a Native –এ নামে নীল দর্পণ নাটক অনুবাদ করেন ।

মাইকেলের শিক্ষা ও শিক্ষকতা:

১. ১৮৩৩ সালে কলকাতার লালবাজার গ্রামার স্কুলে ভর্তি হন ।
২. ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন ।
৩. ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজের 'মেল অলফ্যান অ্যাসাইলাস' এ ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে চাকরি লাভ করেন ।
৪. ১৮৬২ সালে বিলেত গমন করে ব্যারিস্টারি পড়া শুরু করেন ।

মাইকেল কিসে এবং কোথায় প্রথম:

১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল ।
২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী বা বিপ্লবী লেখক মাইকেল ।
৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাট্যকার মাইকেল ।
৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক রচয়িতা মাইকেল ।
৫. প্রথম (প্রবর্তক) অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচয়িতা মাইকেল ।
৬. প্রথম প্রহসন রচয়িতা মাইকেল ।
৭. তিনিই প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারার সংমিশ্রণে সার্থক মহাকাব্য রচনা করেন ।
৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা মাইকেল ।
৯. তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যের সার্থক সনেট রচনা করেন ।
১০. তিনিই সর্বপ্রথম নাটকে অমিত্রাক্ষার ছন্দের প্রয়োগ ঘটান ।

মাইকেলের প্রথম রচনা:

১. মাইকেলের রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ– The Captive Lady (১৮৪৯) ।
২. তাঁর বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ– শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) ।
৩. মাইকেলের প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্যগ্রন্থ– তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০) ।
৪. মাইকেলের প্রথম সনেট– বঙ্গভাষা ।

মাইকেল ও মহাকাব্য–

১. তাঁর একমাত্র মহাকাব্য– 'মেঘনাদবধ" ।
২. মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশকাল– ১৮৬১ খ্রি. ।
৩. এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও একমাত্র সার্থক মহাকাব্য ।
৪. এ কাব্যের সর্গসংখ্যা (পর্ব) ৯টি–
প্রথম সর্গ- অভিষেক, দ্বিতীয় সর্গ– অস্ত্রলাভ, তৃতীয় সর্গ– সমাগম, চতুর্থ সর্গ– অশোক বন, পঞ্চম সর্গ– উদ্যোগ, ষষ্ঠ সর্গ– বধ, সপ্তম সর্গ– শক্তিনির্ভেদ, অষ্টম সর্গ– প্রেতপুরী, নবম সর্গ– সংক্রিয়া ।
৫. কাব্যটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ।
৬. এ কাব্যের বিষয়বস্তু– রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণ পুত্র মেঘনাদের বধ ।
৭. এ কাব্যে বীররসের প্রাধান্য রয়েছে এবং শেষে করুণ রসে পরিণত হয়েছে ।
৮. এ কাব্যে আছে পরিমিতিবোধ ।
৯. কাব্যের নায়ক রাবণ আর খল চরিত্র রামচন্দ্র । অন্যান্য চরিত্র– মেঘনাদ, লক্ষ্মণ, প্রমীলা, বিভীষণ, সীতা, সরমা ইত্যাদি ।
১০. পৌরাণিক কাহিনিতে রাবণ খল চরিত্র আর রাম নায়ক– মাইকেল তাঁর এ কাব্যে পৌরাণিক কাহিনির বিপরীতকরণ করে সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন ।
১১. মেঘনাদবধ কাব্যে বীরবাহুর মৃত্যুর খবর থেকে মেঘনাদের হত্যা, প্রমীলার চিতারোহণ পর্যন্ত তিন দিন দুই রাতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ।

মাইকেল ও তাঁর কাব্য:

○ তিলোত্তমাসম্ভব (প্রকাশকাল– ১৮৬০ খ্রি.)

১. এটি বাংলা ভাষায় রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ।
২. এ কাব্যে সর্গ সংখ্যা ৪টি । এটি কাহিনি কাব্য ।
৩. তিলোত্তমাকে ঘিরে সুন্দ উপসুন্দের দ্বন্দ্বই হচ্ছে এ কাব্যের প্রতিপাদ্য ।
৪. পদ্মাবতী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটানো হলেও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণতা দেখা যায় ।

○ ব্রজাঙ্গনা

১. ব্রজাঙ্গনার প্রকাশকাল– ১৮৬১ খ্রি. ।
২. অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বৈষ্ণব পদাবলির অনুসরণে রচিত কাব্য ।
৩. কাব্যটিতে আছে রাধার বিরহের কাহিনি । এটি ধ্রুপদ (ওড) জাতীয় বা গীতিকবিতা ।

○ বীরাঙ্গনা

১. প্রকাশকাল– ১৮৬২ খ্রি.
২. বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম পত্রকাব্য ।
৩. যা পত্র আকারে লেখা হয় তাই হচ্ছে পত্রকাব্য ।
৪. ইতালীয় (রোমান) কবি পাবলিসাস ওভিডিয়াস ন্যাসো সংক্ষেপে অভিদ-এর ঐবৎড়রফবং (হেরোইদাইদস) কাব্যের আদর্শ অনুসরণে ১১টি পূর্ণপত্রে ১১জন নারীর বর্ণনা রয়েছে বীরাঙ্গনা কাব্যটিতে ।
৫. অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে এ কাব্যে ।
৬. মাইকেল তাঁর এ কাব্যটি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন ।

○ চতুর্দশপদী কবিতাবলী (প্রকাশকাল– ১৮৬৬ খ্রি.)

১. এটি মাইকেলের প্রথম সনেট কাব্যগ্রন্থ ।
২. এ কাব্যে মোট ১০২টি সনেট আছে ।
৩. পেত্রার্ক, মিল্টন এবং শেক্সপিয়রের সনেট অনুসরণে মাইকেল বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন ।
৪. তাঁর সবগুলো সনেট অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত (তাঁর কোন সনেটই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নয়) ।

৫. মাইকেলের চতুর্দশপদী কবিতাবলী হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট কাব্যগ্রন্থ।
৬. মাইকেল তাঁর অধিকাংশ সনেট রচনা করেন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে।
৭. সনেটের দুটি অংশ:
* প্রথম আট লাইন হচ্ছে অষ্টক– এখানে ভাবের উদয় ঘটে।
* শেষ ছয় লাইন হচ্ছে ষটক– এখাবে ভাবের পরিণতি ঘটে।
৮. মাইকেলের প্রথম সনেট বঙ্গভাষার প্রথম দুটি লাইন–
"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
৯. মাইকেলের সনেটে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর প্রেমানুভূতি জাগ্রত হয়েছে।

○ হেক্টরবধ:

১. মাইকেল রচনাটি ১৮৬৭ সালে শুরু করে কিন্তু ১৮৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অসমাপ্ত অবস্থাতেই এটি প্রকাশিত হয়।
২. এটি হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের প্রথম কয়েকটি সর্গের গদ্যে রচিত বঙ্গানুবাদ।
৩. গ্রিক ভাষায় হোমারের রচনা থেকে বাংলায় অনুবাদের এটিই মাইকেলের প্রথম প্রচেষ্টা।
৪. এর উপজীব্য হলো 'হোমারের ইলিয়াড' নামক কাব্যের উপাখ্যানভাগ।
৫. হেক্টরবধ গ্রন্থটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

○ The Captive Lady:

১. প্রকাশকাল– ১৮৪৯ খ্রি.।
২. এটি মাইকেলের ইংরেজিতে লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
৩. এখানে Captive শব্দটিকে বন্দী হিসেবে বুঝানো হয়েছে।

মাইকেল ও তাঁর প্রহসন:

○ 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' :

১. প্রহসনটি রচিত হয় ১৮৫৯ সালে এবং প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে।
২. এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন।
৩. প্রথমে এই প্রহসনের নাম ছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির'।
৪. বেলগাছিয়া থিয়েটারে মঞ্চায়নের জন্য মাইকেল এই প্রহসনটি রচনা করেন।
৫. এ প্রহসনের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে– পঞ্চানন, ভক্তপ্রসাদ, গদাধর, পুঁটি, ফতেমা, হানিফ গাজি, ভগী, বাচস্পতি।

○ 'একেই কি বলে সভ্যতা' :

১. প্রহসনটির প্রকাশকাল– ১৮৬০ খ্রি.।
২. বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য মাইকেল প্রহসনটি রচনা করেন।
৩. এ নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে– কালীনাথ, নবকুমার, নিতম্বিনী, কর্তামশাই, প্রসন্নময়ী, বাবাজী, পয়োধরী।
৪. এই প্রহসনে একদল যুব সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মাইকেল ও তাঁর নাটক:

○ 'শর্মিষ্ঠা' (রচনাকাল– ১৮৫৯ খ্রি.)

১. প্রথম প্রকাশিত বাংলা নাটক।
২. প্রথম সার্থক নাটক।
৩. পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের অনুপ্রেরণায় এবং অর্থানুকূল্যে ৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ সালে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।
৪. নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র– শর্মিষ্ঠা, পূর্ণিমা, যজাতি, দেবযানী, মাধব্য, রাজমন্ত্রী।
৫. এ নাটকটি মহাকবি কালিদাসকে উৎসর্গ করা হয়।

নাটক সম্পর্কিত প্রথম–

প্রথম নাটক/প্রথম মৌলিক নাটক/ প্রথম কমেডি নাটক	ভদ্রার্জুন (১৮৫২)	তারাচরণ শিকদার
প্রথম সার্থক নাটক	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)	মধুসূদন দত্ত
প্রথম ট্রাজেডি/ মৌলিক ট্রাজেডি	কীর্তিবিলাস (১৮৫২)	যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত
প্রথম সার্থক ট্রাজেডি (শ্রেষ্ঠ নাটক)	কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)	মধুসূদন দত্ত

○ পদ্মাবতী (প্রকাশকাল– ১৮৬০ খ্রি.)

১. পদ্মাবতী নাটকে মাইকেল প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটান।
২. প্রথম সার্থক কমেডি নাটক।
৩. নাটকের ভাষারীতি প্রধানত গদ্য।
৪. গ্রিক পুরাণের বিখ্যাত গল্প Apple of Discord অবলম্বনে হিন্দু পৌরাণিক ধাঁচে পদ্মাবতী নাটকটি রচিত।

○ কৃষ্ণকুমারী:

১. প্রকাশকাল– ১৮৬১ খ্রি.
২. এটি মাইকেলের শ্রেষ্ঠ নাটক।
৩. এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক।
৪. এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক।
৫. এই নাটকে ইংরেজ লেখক শেক্সপিয়রের প্রভাব রয়েছে।
৬. এ নাটকের কাহিনি উইলিয়াম টডের 'রাজস্থান' নামক গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।
৭. নাটকটি ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হবার ৭ বছর পর ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শোভাবাজার নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।
৮. নাটকটির উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে– কৃষ্ণকুমারী, জগৎসিংহ, মদনীকা, ধনদাস, ভীমসিংহ।

মিল-অমিল–

কৃষ্ণকুমারী (নাটক)	মাইকেল মধুসূদন
কৃষ্ণচরিত (প্রবন্ধ)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণপক্ষ (গল্পগ্রন্থ)	আবদুল গাফফার চৌধুরী
কৃষ্ণপক্ষ (উপন্যাস)	হুমায়ূন আহমেদ
কন্যাকুমারী (উপন্যাস)	আবদুর রাজ্জাক

○ মায়াকানন (প্রকাশকাল– ১৮৭৪ খ্রি.)

১. নাটকটি ১৮৭৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে রচিত হলেও এটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৭৪ সালে।
২. মাইকেল বেঙ্গল থিয়েটারের সাথে সম্পৃক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে মায়াকানন নাটকটি রচনা শুরু করেন কিন্তু নাটকটি রচনা শেষ হওয়ার আগেই তিনি মারা যান। পরে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাটকটির বাকি অংশ রচনা করেন।
৩. এটি মাইকেলের রচিত সর্বশেষ নাটক এবং শোকাবহ তথা ট্রাজেডি নাটক।

মাইকেল ও তাঁর অনূদিত নাটক:

NIL DARPAN (নীলদর্পণ) :

১. মাইকেল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং এর নাম দেন (Nil Darpan or The Indigo Planting Mirror (1861)।
২. নাটকটির ভূমিকা লেখেন রেভারেন্ড জেমস লং।
৩. By A Native ছদ্মনামে এটি প্রকাশ করেন।

RATNAVALI (রত্নাবলি):

১. প্রকাশকাল– ১৮৫৮ খ্রি.।
২. বেলগাছিয়ার রাজাদের অর্থানুকূল্যে অনুবাদ করেন এবং নাটকটি অনুবাদ করে মাইকেল ৫০০ টাকা পারিশ্রমিক পান।
৩. নাটকটি শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ।

মাইকেল ও তাঁর বিখ্যাত কবিতা:

বঙ্গভাষা:

১. বঙ্গভাষা কবিতাটি মাইকেলের লেখা প্রথম এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট।
২. ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি প্রথম এই সনেট লেখার কথা বলেন। তখন এটির নাম ছিলো 'কবি-মাতৃভাষা'।
৩. পরে কিছু পরিবর্তিত রূপে 'বঙ্গভাষা' নামে কবিতাটি মাইকেলের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়।
৪. তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে থাকা অবস্থায় এ সনেটটি লিখেন।
৫. এ সনেটটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
৬. বঙ্গভাষা কবিতার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি–
 * "ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,
 এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
 * "মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;–
 কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!

কপোতাক্ষ নদ:

১. কবিতাটি মাইকেলের একটি সনেট (চতুর্দশপদী কবিতাবলী)
২. এটি মাইকেলের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
৩. কপোতাক্ষ নদ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার একটি নদ।
৪. মাইকেল তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন এই নদের তীরে।
৫. তিনি যখন ফ্রান্সে ছিলেন, শৈশবের কথা স্মরণ করে 'কপোতাক্ষ নদ' নামে প্রখ্যাত সনেটটি রচনা করেন।
৬. কপোতাক্ষ নদ কবিতার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি–
 * সতত 'হে নদ' তুমি পড় মোর মনে
 সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
 * বহু দেশে দেখিয়েছি বহু নদ- দলে,
 কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ:

১. কবিতাটি মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের বধ নামক ৬ষ্ঠ সর্গের ৫২০-৫৭০ চরণ।
২. ৬ষ্ঠ সর্গের মূল বিষয় লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে সাহসী বীর মেঘনাদের মৃত্যু।
৩. কবিতাটি ১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতি স্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

মাইকেলের ইংরেজি প্রবন্ধাবলি:

১. **On Poetry, Etc:** এটি কলেজ জীবনে রচনা করেন।
২. **Prize Essay:** এটি মাইকেল ১৮৪২ সালে 'রামগোপাল ঘোষ হিন্দু কলেজের' ছাত্রদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় লেখেন। এ প্রবন্ধটি লিখে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন।
৩. **The Anglo-Saxon and the Hindu:** এটি মাইকেলের মাদ্রাজে দেয়া ভাষণ। ১৮৫৪ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা:

1. Madras Spectator
2. Hind Patriot
3. Athenaeum
4. Hindu Chronicle

মাইকেলের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি:

১. অলীক কুনাট্যরঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে ও বঙ্গে
 নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়। (শর্মিষ্ঠা : প্রস্তাবনা)
২. জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
 চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন- নদে? (বঙ্গভূমির প্রতি)
৩. ঊর্ধ্ব শির যদি তুমি কুল মনে ধনে;
 করিওনা ঘৃণা তব নীচ শির জনে। (রসাল ও স্বর্ণলতিকা)

আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. মাইকেল যেসব ভাষায় দক্ষ ছিলেন– বাংলা, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিব্রু, ফারসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু।
২. তাঁর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থের নাম– শর্মিষ্ঠা (নাটক)।
৩. মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন– ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। তাঁর বয়স তখন ১৯ বছর।
৪. তিনি মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন– ২৪ বছর বয়সে।
৫. তিনি যে পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন– গধফৎধং ঝঢ়বপঃধঃড়ৎ।
৬. মধুসূদনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের নাম– 'মাইকেল মধুসূধন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩)। লিখেছেন যোগীন্দ্রনাথ বসু।
৭. মধুসূদনের সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ বলা হয়– মাদ্রাজ থেকে ১৮৫৬ সালে প্রথম দিকে কলকাতায় ফিরে ১৮৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদনের বিলেত গমনের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে।
৮. রিজিয়া হলো– মাইকেলের অসম্পূর্ণ নাটক।
৯. মাইকেল 'রিজিয়া' রচনা করেন– মাদ্রাজে প্রবাসকালে ইংরেজি ব্ল্যাকভার্সে জরুরধ : ঊসঢ়ৎবংং ড়ভ ওহফরধ রচনা করেন। এর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে নগেন্দ্রনাথ সোম মধুস্মৃতি গ্রন্থে এর অংশবিশেষ প্রকাশ করেন।
১০. মাইকেলের অন্যান্য রচনা– দ্রৌপদী স্বয়ম্বর (১৮৬৩-৬৪), সুভদ্রা হরণ (১৮৬৩-৬৪), বিষ না ধনুর্গুন (১৮৭৩)।
১১. 'বিষ না ধনুর্গুণ হলো– মাইকেল রচিত আংশিক নাটক।
১২. 'সুভদ্রা' হলো– মাইকেল রচিত একটি নাট্যকাব্য।
১৩. মাইকেলের প্রথম গীতিকবিতা হলো– আত্মবিলাপ।

এক কথায় উত্তর

১. মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)।

২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট কবিতার নাম কী?
উত্তর: 'কবি মাতৃভাষা'।

৩. কখন মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হয়?
উত্তর: ১৮৬১।

৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন?
উত্তর: ১৯৪৩ সালে।

৫. 'কপোতাক্ষ নদ' কার সাথে পরিচিত?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৬. মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান অবদান কীসে?
উত্তর: মহাকাব্যে।

৭. 'দত্তকুলোদ্ভব' কবি কে?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৮. বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৯. 'মেঘনাদবধ কাব্য' কাহিনীর উৎস কোনটি?
উত্তর: রামায়ণ।

১০. 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইংরেজীতে অনুবাদ করেন?
উত্তর: রাজনারায়ণ বসু।

১১. মধুসূদন দত্ত রচিত পত্রকাব্য কোনটি?
উত্তর: বীরাঙ্গনা।

১২. 'কৃষ্ণকুমারী' কি ধরনের নাটক?
উত্তর: ঐতিহাসিক নাটক।

১৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন শতকের কবি?
উত্তর: উনবিংশ শতাব্দী।

১৪. 'একেই কি বলে সভ্যতা' কি ধরনের রচনা?
উত্তর: প্রহসন।

১৫. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি কোনটি?
উত্তর: পদ্মাবতী (১৮৬০)।

১৬. বাংলা সাহিত্যের সার্থক ট্রাজেডি কোনটি?
উত্তর: কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।

১৭. 'সনেট' বাংলা অর্থ কী?
উত্তর: চতুদর্শপদী কবিতা।

১৮. 'মেঘনাদবধ' কাব্য এর সর্গ সংখ্যা কয়টি?
উত্তর: ৯টি।

১৯. 'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশিত হয়?
উত্তর: ১৮৬২।

২০. 'বীরাঙ্গনা' কাব্য কয়টি পত্র আছে?
উত্তর: ১১টি।

Teacher's Work

১. কত সালে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয়? [৩৮তম বিসিএস]
ক ১৮৫২ খ ১৮৫৩ গ ১৮৬১ ঘ ১৮৬৪ — গ

২. কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য- [৩৬তম বিসিএস]
ক ব্রজাঙ্গনা খ বিলাতের পত্র গ বীরাঙ্গনা ঘ হিমালয় — গ

৩. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কোন ধরনের কাব্য? [৩১, ১২তম বিসিএস]
ক মহাকাব্য খ পত্রকাব্য গ গীতিকাব্য ঘ আখ্যানকাব্য — খ

৪. মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা নয় কোনটি? [৩৪তম বিসিএস]
ক তিলোত্তমাসম্ভব খ মেঘনাদবধ কাব্য গ বেতালপঞ্চবিংশতি ঘ বীরাঙ্গনা — গ

৫. বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রবর্তক কে?
ক বিহারীলাল খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ দৌলত কাজী ঘ চণ্ডীদাস — খ

৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকবি-
ক কায়কোবাদ খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ আলাওল — গ

৭. 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কোন জাতীয় শিল্পকর্ম?
ক উপন্যাস খ নাটক গ প্রহসন ঘ ছোটগল্প — গ

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন (১৩ নভেম্বর, ১৮৪৭-১৯ ডিসেম্বর, ১৯১১)।
তাঁর ছদ্মনাম 'গাজী মিয়াঁ'। তিনি কুষ্টিয়ার লাহিনী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন (১৩ নভেম্বর, ১৯৪৭)। তাঁর জীবনের অধিকাংশ ব্যয় হয় ফরিদপুর নবাব এস্টেটে চাকরি করে। তিনি কলকাতায় সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) ও কুমারখালির গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩) পত্রিকায় মফস্বল সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি আজিজননেহার (১৮৭৪) ও হিতকারী (১৮৯০) নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কাঙাল হরিনাথ তার সাহিত্যগুরু।

উপন্যাস: 'রত্নবতী' (১৮৬৯), 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৮৫-১৮৯১), গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯), রাজিয়া খাতুন, বাধা খাতা (১৮৯৯), নিয়তি কি অবনতি (১৮৯৯)।

প্রথম গ্রন্থ: 'রত্নবতী' (১৮৬৯)। এটি একটি উপন্যাস। এটি বাঙালি মুসলমান রচিত প্রথম গ্রন্থ। লেখক একে 'কৌতুকাবহ উপন্যাস' বলেছেন। এর বিষয়বস্তু 'ধন বড় না বিদ্যা বড়' বিষয় নিয়ে বিতর্ক।

'বিষাদ সিন্ধু' (১৮৯১): মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা । এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য কারবালার বিষাদময় কাহিনী । উপন্যাসটি তিন খণ্ডে বিভক্ত- মহররম পর্ব, উদ্ধার পর্ব, এজিদবধ পর্ব । গ্রন্থটিতে নায়ককে মূল চরিত্রে ফুটিয়ে তোলার ছায়াপাত ঘটেছে মাইকেলের মেঘনাদ বধ মহাকাব্যের আদলে ।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯): তার আত্মজীবনীমূলক রচনা । এতে লেখক নিজেকে 'ভেড়াকান্ত' নামে উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটি একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা । বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর'- এর ছায়াপাত এতে দেখা যায় ।

নাটক: মীর মশাররফ হোসেন রচিত নাটকগুলো হলো 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩), বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯) ।
মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রহসনগুলো হলো- 'এর উপায় কি' (১৮৭৫), 'ভাই ভাই এই তো চাই' (১৮৯৯) ।

কাব্যগ্রন্থ: গোরাই ব্রিজ (১৮৭৩), পঞ্চনারী (১৮৯৯), মোসলেম বীরত্ব (১৯০৭), প্রেম পারিজাত (১৮৯৯), মদিনার গৌরব, বাজীমাৎ ।
প্রবন্ধ: গো জীবন (১৮৮৯), বিবি কুলসুম (১৮৯০), আমার জীবনী ।
গো জীবন গ্রন্থে গো হত্যা অনুচিত মত প্রকাশ করায় মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং পরে ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রবল চাপের মুখে তিনি গ্রন্থটি প্রত্যাহার করেন ।
সম্পাদিত পত্রিকা: আজিজন নেহার (১৮৭৪), হিতকারী (১৮৯০) ।
গানের সংকলন: সংগিত লহরী (১৮৭৭) ।

উল্লেখযোগ্য নাটক

- বসন্তকুমারী, জমিদার দর্পণ, বেহুলা গীতাভিনয় ।

১. বসন্তকুমারী (১৮৭৩) :
মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) রচিত 'বসন্তকুমারী নাটক' লেখকের প্রথম নাটক এবং তৃতীয় গ্রন্থ । এটি ১৮৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় । বসন্তকুমারী নাটক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান নাট্যকার কর্তৃক রচিত প্রথম সার্থক নাটক ।

বৈশিষ্ট্য : এটি প্রচলিত লোককাহিনীর উপাদানে সমৃদ্ধ নাটক । যুবতী-বিমাতার যুবক সতীন পুত্রের প্রতি সমাজ নিষিদ্ধ আকর্ষণ, প্রত্যাখ্যান এবং প্রত্যাখ্যাত চিত্রের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বিমাতার নিষ্ঠুরতা নাটকের কাহিনী । নাটকের পরিসমাপ্তি বিয়োগাত্মক । তিন অঙ্কবিশিষ্ট ও এগারো দৃশ্য সম্বলিত নাটকে রয়েছে প্রস্তাবনাসহ মোট ৮টি সঙ্গীত ।
প্রধান চরিত্র: বিমাতা রেবতী, সতীন পুত্র নরেন্দ্র, নরেন্দ্রর স্ত্রী বসন্তকুমারী ও পিতা বীরেন্দ্র সিংহ এই চারটি প্রধান চরিত্র আশ্রয়ে নাটকটি বিকশিত । বিমাতা রেবতী চরিত্রটি বাংলা নাটকে সামন্ত মূল্যবোধ-লালিত বঙ্গীয় সমাজে নারীর স্বাধীন চিত্তের প্রথম রুদ্র প্রকাশ । আর 'বসন্তকুমারী' নাটক অবহেলিত নারী হৃদয়ে ভারাক্রান্ত সামন্ত সমাজের অভ্যন্তরে প্রথম বিদ্রোহ । নামকরণে বঙ্কিমের কৃষ্ণকুমারী নাটকের ছায়া রয়েছে ।

২. জমিদার দর্পণ (১৮৭৩) : মুসলমান চরিত্র অবলম্বনে রচিত প্রথম নাটক 'জমিদার দর্পণ' । কৃষকদের জীবনে জমিদার যে কতটুকু অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারে তারই প্রামাণ্য চিত্র এ নাটকে অঙ্কিত হয়েছে । অত্যাচারী ও চরিত্রহীন জমিদার হাওয়ান আলীর অত্যাচার এবং কৃষক আবু মোল্লার গর্ভবতী স্ত্রী নুরুন্নেহারকে ধর্ষণ ও হত্যার কাহিনি এতে ফুটে উঠেছে । নাট্যকার একে সমাজের অবিকল ছবি হিসেবে বর্ণনা করেছেন । দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের নামকরণের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও বিষয়বস্তু, ঘটনা সংস্থাপন ও চিত্রসৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় ।

মনে রাখার শর্টকার্ট:
জন্ম- কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া
ছদ্মনাম- গাজী মিয়াঁ
সাহিত্যে গুরু- কাঙাল হরিনাথ
তাঁর প্রথম গ্রন্থ- রত্নবতী (১৮৬৯) (বাঙালি মুসলমান রচিত ১ম)
তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা- আজিজন নেহার ও হিতকারী

এক কথায় উত্তর

১. বাংলা সাহিত্যে 'গাজী মিয়াঁ' কে?
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

২. 'জমীদার দর্পণ' নাটক কে রচনা করেন?
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

৩. মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: গাজী মিয়াঁর বস্তানী ।

৪. 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার সংবাদ দাতা হিসেবে কাজ করতেন কে?
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

৫. মুসলমান চরিত্র অবলম্বনে মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রথম নাটক কোনটি?
উত্তর: জমিদার দর্পণ ।

৬. 'হিতকারী' পত্রিকাটির সম্পাদক কে?
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

৭. বাঙালি মুসলমান রচিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: রত্নবতী ।

৮. মীর মশাররফ হোসেন তার কোন রচনাটিতে নিজেকে ভেড়াকান্ত নামে উল্লেখ করেছেন?
উত্তর: গাজী মিঁয়ার বস্তানী ।

৯. মীর মশাররফ হোসেন রচিত সার্থক নাটক কোনটি?
উত্তর: বসন্তকুমারী ।

১০. মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?
উত্তর: বিষাদ সিন্ধু ।

১১. বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসের মূল উপজীব্য কি?
উত্তর: কারবালার ঘটনা ।

১২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলিম ঔপন্যাসিক কে?
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

১৩. 'ফাঁস কাগজ' কি ধরনের রচনা?
উত্তর: প্রহসন ।

১৪. কোন প্রবন্ধ রচনার জন্য মীর মশাররফ হোসেন মামলায় জড়িয়ে পরেন?
উত্তর: গো-জীবন ।

১৫. "মাতৃভাষায় যাহার ভক্তিনাই, সে মানুষ নহে"। উক্তিটি কে করেছেন?
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

১৬. 'নরেন্দ্র' চরিত্রটি মীর মশাররফ হোসেনের কোন রচনার অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর: বসন্তকুমারী ।

১৭. "বিবি কুলসুম" কার লেখা আত্মজীবনী?
উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন ।

Teacher's Work

১. **মীর মশাররফ হোসেনের জীবনকাল কোনটি?** [৩০তম বিসিএস]
ক ১৮৪৭-১৯১১ খ ১৮৪৭-১৯১২
গ ১৮৫৭-১৯১১ ঘ ১৮৫৭-২৯১২ **ক**

২. **মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থ হচ্ছে-** [৩৯তম বিসিএস]
ক আলালের ঘরের দুলাল খ হুতোম প্যাঁচার নকশা
গ কলিকাতা কমলালয় ঘ গাজী মিয়াঁর বস্তানী **ঘ**

৩. **মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' একটি-** [৪৪তম বিসিএস]
ক মহাকাব্য খ ইতিহাস গ্রন্থ
গ উপন্যাস ঘ ইতিহাস আশ্রিত জীবনীগ্রন্থ **গ**

৪. **'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কোন জাতীয় রচনা?** [২৬তম বিসিএস]
ক নাটক খ আত্মজৈবনিক উপন্যাস
গ কাব্য ঘ গীতি কবিতার সংকলন **খ**

৫. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিকের নাম কী?**
ক মোতাহের হোসেন খ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
গ মীর মশাররফ হোসেন ঘ ফররুখ আহমদ **গ**

৬. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নাট্যকার রচিত নাট্যগ্রন্থ কোনটি?**
ক জগৎ মোহিনী খ বসন্তকুমারী
গ আয়না ঘ মোহনী প্রেমদাস **খ**

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬ জুন ১৮৩৮- ৮ এপ্রিল ১৮৯৪)। তাঁর উপাধি 'সাহিত্য সম্রাট' এবং ছদ্মনাম 'কমলাকান্ত'। তাকে 'বাংলার ওয়াল্টার স্কট' ও 'নবজাগরণের অগ্রদূত' বলা হয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা তথা মানস' (১৮৫৬)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম গ্রাজুয়েট। তার প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২)।

উপন্যাস :

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৫টি, এগুলোর মধ্যে ১৪টি সার্থক উপন্যাস। এগুলো হলো- Rajmohon's Wife (১৮৬৪), দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮২), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রজনী (১৮৭৭), ইন্দিরা (১৮৭৩), দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৪) রাধা-রাণী (১৮৮৬), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), আনন্দমঠ (১৮৮২), সীতারাম (১৮৮৭)।

তার প্রথম ও সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)। প্রথম রোমান্টিক সংলাপ 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ!' এটি কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের। নবকুমার, কাপালিক, কপালকুণ্ডলা এ উপন্যাসের চরিত্র। উপন্যাসটির আরেকটি বিখ্যাত লাইন হল- 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), রাজসিংহ (১৮৮২), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলো বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের চরিত্র হলো রোহিনী, গোবিন্দলাল, ভ্রমর। নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনী 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্রয়ী' উপন্যাসগুলো 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭)।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল দেশ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসে। এতে হিন্দু ধর্মের জাগরণের কথা ফুটে উঠেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়ায় স্বদেশভক্তি, স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি বঙ্কিমের নিষ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে। এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'বন্দে মাতরম' গানটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সম্প্রদায় প্রীতির উদ্দীপক গান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। গোঁড়া হিন্দুগণ তাকে ঋষি আখ্যায়িত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)। ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশে তুর্কী আক্রমণের পটভূমি এতে ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমের দেশাত্ববোধ এতে উন্মোচিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস 'রজনী' (১৮৭৭)। কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫) বঙ্কিমের রম্যরচনা। এতে লেখক নিজে কমলাকান্তের ছদ্মাবরণে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপের মাধ্যমে নানা অসঙ্গতি ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সাম্য' বঙ্কিমের একটি প্রবন্ধগ্রন্থ। এ গ্রন্থে সমাজে সাম্যপ্রতিষ্ঠায় তার চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে। পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্র তার 'সাম্য' গ্রন্থ বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	'দুর্গেশনন্দিনী'	আয়েশা, তিলোত্তমা
	'কপালকুণ্ডলা'	কপালকুণ্ডলা, নবকুমার
	'বিষবৃক্ষ'	কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্রনাথ
	'কৃষ্ণকান্তের উইল'	রোহিণী, গোবিন্দলাল

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসের নাম কী?**
উত্তর: দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)।

২. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?**
উত্তর: বঙ্গদর্শন (১৮৭২)।

৩. **বাংলারস্কট কে?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: ললিতা তথা মানস।

৫. **কমলাকান্ত কার ছদ্মনাম?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৬. **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: Rajmonon's Wife।

৭. **'রজনী' কি ধরনের উপন্যাস?**
উত্তর: সামাজিক উপন্যাস।

৮. **কোনটি বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাস?**
উত্তর: সীতারাম।

৯. **কোন গানটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সম্প্রদায় প্রীতির উদ্দীপক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে?**
উত্তর: বন্দে মাতরম।

১০. **কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত রম্য রচনা?**
উত্তর: কমলাকান্তের দপ্তর।

১১. **'সাম্য' প্রবন্ধগ্রন্থটি কার লেখা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১২. **সাহিত্য সম্রাট নামে খ্যাত কে?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৩. **ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: আনন্দমঠ।

১৪. **'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?-উক্তিটি কার রচনা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৫. **বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক কে?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৬. **'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?-কে, কাকে বলেছিলেন?**
উত্তর: কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে।

১৭. **বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: দুর্গেশনন্দিনী।

১৮. **'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'-এটি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থের উক্তি?**
উত্তর: কপালকুণ্ডলা।

১৯. **'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়কের নাম কী?**
উত্তর: নবকুমার।

২০. **'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি কার লেখা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২১. **'আনন্দমঠ' উপন্যাস কার লেখা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২২. **'রাজসিংহ' উপন্যাস কার রচনা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২৩. **বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস কোনটি?**
উত্তর: বিষবৃক্ষ।

২৪. **বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলো-**
উত্তর: ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

২৫. **'কুন্দনন্দিনী' কোন উপন্যাসের চরিত্র?**
উত্তর: বিষবৃক্ষ।

২৬. **বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারধর্মী ত্রয়ী উপন্যাস কোনগুলো?**
উত্তর: আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম।

২৭. **'বাবা কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি, যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে'? বাক্যটি কার রচনা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২৮. **'কমলাকান্তের দপ্তর' কার লেখা?**
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র।

Teacher's Work

১. **কত সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়?** [৪৩তম বিসিএস]
ক ১৮৬০ খ ১৮৬১ গ ১৮৬৫ ঘ ১৮৬৭ — গ

২. **'প্রদীপ নিবিয়া গেল!' এ বিখ্যাত বর্ণনা কোন উপন্যাসের?** [৩৭তম বিসিএস]
ক বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' খ রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'
গ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ঘ রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ — গ

৩. **বাংলা আধুনিক উপন্যাস এর প্রবর্তক ছিলেন?** [৪০তম বিসিএস]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ প্যারীচাঁদ মিত্র গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ঘ

৪. **'মনোরমা' বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র?** [৪৪তম বিসিএস]
ক কৃষ্ণকান্তের উইল খ দুর্গেশনন্দিনী গ মৃণালিনী ঘ বিষবৃক্ষ — গ

৫. **বাংলা সাহিত্যধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ হলেন-**
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ঘ

৬. **'সাহিত্য সম্রাট' নামে খ্যাত কোন বাংলা লেখক?**
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ঘ

৭. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' কত সালে প্রকাশিত হয়?**
ক ১৮৫৯ সালে খ ১৮৬০ সালে গ ১৮৬১ সালে ঘ ১৮৬৫ সালে — ঘ

৮. **'কপালকুণ্ডলা' কোন প্রকৃতির রচনা?**
ক রোমান্সমূলক উপন্যাস খ ঐতিহাসিক উপন্যাস গ বিয়োগান্তক নাটক ঘ সামাজিক উপন্যাস — ক

জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)

পরিচিতিমূলক তথ্য:

জন্ম: ১ জানুয়ারি, ১৯০৩ খ্রি. ।

জন্মস্থান: ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামের মাতুলালয়ে জন্মেছেন ।

তাঁর পৈত্রিক নিবাস: গোবিন্দপুর (আম্বিকাপুর) ।

মৃত্যু: ১৩ মার্চ, ১৯৭৬ খ্রি. (৭৩ বছর) ।

মৃত্যুস্থান: ঢাকায় ।

সমাধিস্থান: ফরিদপুর তাঁর নিজ গ্রামে আম্বিকাপুরে ।

পুরো নাম: মোহাম্মদ-জসিমউদ্দীন মোল্লা ।

পিতা: আনসার উদ্দীন মোল্লা (স্কুল শিক্ষক) ।

মাতা: আমিনা খাতুন ওরফে 'রাঙাছুট' ।

উপাধি: শ্রেষ্ঠ পল্লীকবি ।

তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন

১. তিনি ফরিদপুর ওয়েলফেয়ার স্কুল ও পরবর্তী ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৯২১ সালে উত্তীর্ণ হন ।

২. তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে' ১৯২৯ সালে বি.এ ডিগ্রি এবং ১৯৩১ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন ।

৩. ১৯৩১-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দীনেশচন্দ্র সেনের সাথে লোক সাহিত্য সংগ্রাহক হিসেবে কাজ করেন ।

৪. ১৯৩৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার পদে যোগ দেন ।

পুরস্কার

পুরস্কার:

১. স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৮) ।

২. বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন (১৯৭৪ সালে)

৩. প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড ফর প্রাইড অফ পারফরমেন্স, পাকিস্তান (১৯৫৮)

পদক:

১ একুশে পদক: ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ।

উপাধি:

১ 'ডি-লিট': রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৬৯ সালে ।

☐ জসীমউদ্দীন ও তাঁর কাব্যগ্রন্থ:

'রাখালী' (১৯২৭ খ্রি.) :

১. এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ।

২. এ কাব্যটিতে ১৯টি কবিতা রয়েছে ।

'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯)

১. এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাহিনিকাব্য যা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে ।

২. গ্রামীণ জীবন মাধুর্য ও কারুণ্য, বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকরতা এবং মানুষের অসহায়তা এই কাব্যের উপকরণ ।

৩. আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এই কাব্য এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে লেখা হয়েছিল ।

৪. নকশী কাঁথার মাঠ কাব্যোপন্যাসটি রূপাই ও সাজু নামক দুই গ্রামীণ যুবক-যুবতীর অবিনশ্বর প্রেমে করুণ কাহিনি নিয়ে রচিত ।

৫. এই দুজনই ছিলেন বাস্তব চরিত্র ।

৬. গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় ।

৭. এর ইংরেজি অনুবাদের নাম 'Field of the Embroidery Quilt' এর অনুবাদক EM Milford ।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৪ খ্রি.)

১. বাংলার অপূর্ব অনবদ্য রূপকল্প এই কাব্যগ্রন্থটির মূল উপজীব্য ।

২. এই কাব্যের প্রধান চরিত্র– সোজন ও দুলী ।

সুচয়নী (প্রকাশকাল– ১৯৬১ খ্রি.)

৩. এটি কবির নির্বাচিত কবিতার সংকলন ।

☐ অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ:

বালুচর (১৯৩০ খ্রি.), ধানক্ষেত (১৯৩৩ খ্রি.), রূপবতী (১৯৪৬ খ্রি.), মাটির কান্না (১৯৫৮), এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৬ খ্রি.), সকিনা (১৯৫৯ খ্রি.), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩ খ্রি.), হলুদ বরণী (১৯৬৬ খ্রি.), জলে লেখন (১৯৬৯ খ্রি.), ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে (১৯৭২ খ্রি.) মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো (১৯৭৬ খ্রি.) কাফনের মিছিল (১৯৮৮ খ্রি.) ।

☐ জসীমউদ্দীন ও তাঁর কবিতা:

কবর

১. কবিতাটি 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ।

২. এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত ।

৩. এ কবিতায় ১১৮টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে ।

৪. এ কবিতার মূলভাব– বেদনাগাঁথা বা শোকগাঁথা

৫. গ্রামীণ এক বৃদ্ধ দাদু তার একমাত্র জীবিত নাতীর কাছে তাঁর প্রিয়জন হারানোর বেদনা ব্যক্ত করেছেন এই কবিতায় ।

৬. কবিতাটি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

৭. জসীমউদ্দীনের কলেজের ছাত্রাবস্থায় কবিতাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকাভূক্ত হয় ।

রাখাল ছেলে

১. কবিতাটি 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ।

২. রাখালী' গ্রন্থে তাঁর পল্লী গানগুলো সংকলিত হয়েছে ।

আসমানী

১. এটি 'এক পয়সার বাঁশি' কাব্যের অন্তর্গত ।

২. আসমানী চরিত্রটির বাড়ি ফরিদপুরে ।

মুসাফির (বালুচর), খেলোয়ার, চাষার ছেলে, পল্লীজননী (রাখালী কাব্যে), নিমন্ত্রণ (ধানক্ষেত), দেশ, পল্লীবর্ষা ।

☐ জসীমউদ্দীন ও তাঁর নাটক:

পল্লীপাড় (১৯৫০ খ্রি.), বেদের মেয়ে (১৯৫১ খ্রি.) গ্রামের মেয়ে (১৯৫১ খ্রি.), গ্রামের মায়া (গীতি নাট্য) (১৯৫৯ খ্রি.) আসমান সিংহ (১৯৮৬ খ্রি.) মধুমালা (১৯৫১ খ্রি.), পল্লীবধূ (১৯৫৬ খ্রি.) ওগো পুষ্পধনু (১৯৬৮)।

☐ জসীমউদ্দীনের একমাত্র উপন্যাস:

বোবা কাহিনি (প্রকাশকাল– ১৯৬৪ খ্রি.):

১. উল্লেখযোগ্য চরিত্র– গরীবুল্লা মাতবর, রহিমুদ্দীন কারিকর, বছির, আজহার।
২. উপন্যাসটিতে মহাজনী শোষণের উল্লেখ রয়েছে।
৩. উপন্যাসটিতে কোন জটিলতা নেই।
৪. এতে সরল ও সাদামাটা একটি গল্প আছে।

☐ তাঁর আত্মকথা গ্রন্থ:

যাঁদের দেখেছি (১৯৫২ খ্রি.), জীবন কথা (১৯৬৪ খ্রি.) স্মৃতিপট (১৯৬৪ খ্রি.), ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (১৯৬১ খ্রি.)।

☐ তাঁর ভ্রমণ কাহিনিমূলক গ্রন্থ:

চলে মুসাফির (১৯৫২ খ্রি.) হলদে পরীর দেশে (১৯৬৭ খ্রি.) জার্মানির শহরে বন্দরে (১৯৭৫ খ্রি.), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮ খ্রি.)।

রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫ খ্রি.), গাঙ্গের পাড় (১৯৬৪ খ্রি.), জারি গান (১৯৬৮ খ্রি.), মুর্শিদী গান (১৯৭৭ খ্রি.)।

☐ তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ:

হাসু (১৯৩৮ খ্রি.), এক পয়সার বাঁশী (১৯৪৯ খ্রি.), ডালিম কুমার (১৯৫১ খ্রি.)।

প্রশ্ন: জসীমউদ্দীনকে কী কবি বলা হয় ও কর্মপরিধি কী?

উত্তর: পল্লী কবি। তিনি এম.এ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক পদে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ১৯৩১-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি করেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে প্রচার বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কবি জসীমউদ্দীন হল' আছে।

প্রশ্ন: তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম কী?

উত্তর: 'মিলন গান' (১৯২১): এটি 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন: তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ কী কী?

উত্তর: **'রাখালী' (১৯২৭):** এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যের ১৮টি কবিতার মধ্যে অন্যতম কবিতা 'কবর'। এটি কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জসীমউদ্দীন কলেজে অধ্যয়নকালে 'কবর' কবিতা রচনা করে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। যা তাঁর ছাত্রাবস্থায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯): এটি কবির শ্রেষ্ঠ কাহিনি কাব্য / গাথা কাব্য। এ গ্রন্থের প্রথম অংশে আছে চাষার ছেলে রূপাই ও পাশের গ্রামের মেয়ে সাজুর প্রথম পরিচয় থেকে অনুরাগের বিকাশ ও বিবাহ এবং কয়েক মাসের সুখময় জীবনের গল্প এবং দ্বিতীয় ভাগে তাদের বিচ্ছেদ। গ্রামীণ জীবনের মাধুর্য ও কারুণ্য, বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকরতা এবং মানুষের অসহায়তা এ কাব্যের উপকরণ। ১৯২৮ সালে ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার শিলাসী গ্রামে জসীমউদ্দীন ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করতে আসলে রূপাই নামক এক ব্যক্তির সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। এ ব্যক্তির বাস্তব জীবনীকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেন 'নকশী কাঁথার মাঠ'।

চরিত্র: সাজু, রূপাই। E.M Milford এটিকে Field of the Embroidery Quilt নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

'সুচয়নী' (১৯৬১): এটি তাঁর নির্বাচিত কবিতার সংকলন।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৪): এ কাহিনিকাব্য/গাথাকাব্যটি ইউনেস্কোর উদ্যোগে 'Gypsy Wharf' (১৯৬৯) নামে অনূদিত হয়। **চরিত্র:** সোজন, দুলী।

'এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৬): এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা 'আসমানী'। আসমানী একটি বাস্তব চরিত্র। ফরিদপুর সদরের ঈশান গোপালু ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামে জসীমউদ্দীনের বড় ভাই রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক নুরুদ্দিন আহমেদের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে তিনি আসমানীর দেখা পান এবং এখানেই বসে তিনি 'আসমানী' কবিতাটি রচনা করেন। ৯৭ বছর বয়সে ১৮ আগস্ট, ২০১২ সালে আসমানী মারা যান।

'বালুচর' (১৯৩০), 'ধানক্ষেত' (১৯৩৩), 'রূপবতী' (১৯৪৬), 'মা যে জননী কান্দে' (১৯৬৩), 'মাটির কান্না' (১৯৫৮), 'সকিনা' (১৯৫৯)।

☐ তাঁর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি:

১. 'বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা,
আমরে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।'– (কবর কবিতা)
২. 'কপোল ভাসিয়া যায় নয়নের জলে।'
৩. 'আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও।' (আসমানী)
৪. 'মিষ্টি তাহার মুখটি হতে হাসির প্রদীপ রাশি,
থাপড়েতে নিভিয়ে গেছে দারুণ অভাব আসি।' (আসমানী)
৫. কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া' এবং
'জালি লাউয়ের ডগার মতোন বাহু দু'খান সরু'– (নকশী কাঁথার মাঠ, রূপাই সম্পর্কে)
৬. সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা।– (রাখাল ছেলে)
৭. 'ভেস্তে নসিব করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ' ('কবর' কবিতা)
৮. 'মাটিরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক' ('কবর' কবিতা)
৯. 'নিবিড় ছায়া আঁধার করা পাতার পারাবার,
রবির আলো খণ্ড হয়ে নাচছে পায়ে তার।'– ('দেশ' কবিতা)
১০. 'খেতের পরে খেত চলেছে'– ('দেশ' কবিতা)
১১. 'মাথার পরে কালো কালো মেঘরা এসে ভেড়ে,
বুনো হাতির দল এসেছে আকাশখানি ছেড়ে।' ('দেশ' কবিতা)

☐ তাঁর বিখ্যাত গান:

১. আমার সোনার ময়না পাখি..... ।
২. আমার গলার হার খুলে নে..... ।
৩. আমার হার কালা করলাম রে..... ।
৪. আমায় ভাসাইলি রে..... ।
৫. আমায় এতো রাতে কেন ডাক দিলি..... ।
৬. কেমন তোমার মাতা পিতা..... ।

৭. নদীর কূল নাই কিনারা নাই..... ।
৮. প্রাণো সখি রে ঐশোন কদম্ব তলে..... ।
৯. ও বন্ধু রঙিলা..... ।
১০. ও বাজান চল যাই মাঠে লাঙল বাইতে..... ।
১১. রঙিলা নায়ের মাঝি..... ।
১২. নিশিতে যাইও ফুলবনে, ও ভোমরা..... ।
১৩. ও আমার দরদি আগে জানলে..... ।
১৪. বাঁশরি আমার হারাই গিয়াছে..... ।
১৫. বালু চরের মেয়ে..... ।
১৬. বাদল বাঁশি ওরে বন্ধু..... ।
১৭. গাঙ্গের কুলরে গেলো ভাঙিয়া..... ।
১৮. ও তুই যারে আঘাত হানলিরে মনে..... ।
১৯. ও আমার গহীন গাঙের নাইয়া..... ।
২০. আমার বন্ধু বিনোদিয়া..... ।

এক কথায় উত্তর

১. কবি জসীমউদ্দীনের জীবনকাল কত?
উত্তর: ১৯০৩-১৯৭৬ ইং ।

২. তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: রাখালী (১৯২৭) ।

৩. তাঁর একমাত্র উপন্যাসের নাম কী?
উত্তর: বোবা কাহিনি ।

৪. কবি জসীমউদ্দীনের পৈত্রিক নিবাস কোথায়?
উত্তর: গোবিন্দপুর ।

৫. কবি জসীমউদ্দীনের কত সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন?
উত্তর: ১৯৩৮ সালে ।

৬. কবর কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
উত্তর: মাত্রাবৃত্ত ।

৭. জসীমউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনিকাব্য কোনটি?
উত্তর: নকশী কাঁথার মাঠ ।

৮. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাহিনিকাব্যের অনুবাদক কে?
উত্তর: EM Milford ।

৯. 'কবর' কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর: কল্লোল ।

১০. কবি জসীমউদ্দীন ডি-লিট উপাধি লাভ করেন?
উত্তর: ১৯৬৯ সালে ।

১১. 'আসমানী' কবিতাটি কার সৃষ্টি?
উত্তর: জসীমউদ্দীন ।

১২. কবর কবিতায় দাদু শাপলার হাটে কি বিক্রি করতেন?
উত্তর: তরমুজ ।

১৩. 'পদ্মাপাড়' কার লেখা নাটক?
উত্তর: জসীমউদ্দীন ।

১৪. জসীমউদ্দীন রচিত আত্মজীবনী কোনটি?
উত্তর: জীবনকথা ।

১৫. 'হাসু' শিশুতোষ গ্রন্থটি কার লেখা?
উত্তর: জসীমউদ্দীন ।

১৬. আসমানীদের দেখতে কোথায় যেতে হবে?
উত্তর: রসুলপুরে ।

Teacher's Work

১. কবি জসীমউদ্দীনের জীবনকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস]
ক ১৯০৩-১৯৭৬ খ ১৯১০-১৯৮৭ গ ১৮৮৯-১৯৬৬ ঘ ১৮৯৯-১৯৭৯ — ক

২. তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি? [৩১তম বিসিএস]
ক জসীমউদ্দীন খ আবুল হাসান গ ফররুখ আহমদ ঘ শহীদ কাদরী — ক

৩. কোন কাব্যটি পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের রচিত? [৩৪তম বিসিএস]
ক চৈতালী খ রাখালী গ ফণি-মনসা ঘ আলো পৃথিবী — খ

৪. 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা?
ক কাব্য খ উপন্যাস গ নাটক ঘ প্রবন্ধ — ক

৫. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কি ধরনের কাব্য?
ক মহাকাব্য খ গীতিকাব্য গ পত্রকাব্য ঘ নৃত্যনাট্য — খ

৬. কবি জসীমউদ্দীনের শিশুতোষ গ্রন্থ কোনটি?
ক রাখালী খ বালুচর গ এক পয়সার বাঁশি ঘ ধানক্ষেত — গ

৭. জসীমউদ্দীনের নাটক কোনটি?
ক রাখালী খ বেদের মেয়ে গ মাটির কান্না ঘ বোবা কাহিনি — খ

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩)

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর ইংরেজি অনুবাদ করেন।

'নীলদর্পণ' নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নীলকরদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনী ও নীল চাষীদের দুরাবস্থা। এ নাটকের প্রেক্ষাপট হিসেবে কুষ্টিয়া এলাকার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ নাটকের চরিত্র হলো- নবীন মাধব, তোরাপ। এ নাটকের অভিনয় দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

অন্যান্য নাটক: নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী (১৮৭৩) কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ।

প্রহসন: সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)। ইয়ংবেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে কেন্দ্র করে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনটির নাম 'সধবার একাদশী'। বিখ্যাত নিমচাঁদ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 'সধবার একাদশীতে'। সমাজের প্রাচীনপন্থীদের ব্যঙ্গ করে রচিত প্রহসনের নাম 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'।

কাব্য: সুরধনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, নানা কবিতা;

গল্প : 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ';

উপন্যাস : 'পোড়া মহেশ্বর'।

এক কথায় উত্তর

১. **'নীলদর্পণ' নাটকের নাট্যকার কে?**
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।

২. **'সধবার একাদশী' কোন ধরনের রচনা?**
উত্তর: প্রহসন।

৩. **'নীলদর্পণ' নাটকটি প্রকাশিত হয় কোন স্থান থেকে?**
উত্তর: ঢাকা থেকে।

৪. **'রায়বাহাদুর' কার উপাধি?**
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।

৫. **'নীলদর্পণ' নাটকটি কতসালে প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: ১৮৬০ খ্রি.।

৬. **'বিয়ে পাগলা বুড়ো' কার লেখা প্রহসন?**
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।

৭. **'নীলদর্পণ' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়?**
উত্তর: ঢাকায়।

৮. **'নীলদর্পণ' নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ করেন কে?**
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৯. **নীলদর্পণ নাটকটির প্রেক্ষাপট হিসেবে কোন এলাকার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে?**
উত্তর: কুষ্টিয়া।

১০. **নবীন মাধব, তোরাপ চরিত্রগুলো কার সৃষ্টি?**
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।

১১. **'দ্বাদশ কবিতা' কার লেখা কাব্য?**
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।

১২. **নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি উপজীব্য করে লেখা নাটক কোনটি?**
উত্তর: নীলদর্পণ।

১৩. **কোন লেখক পোস্টমাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন?**
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।

১৪. **'নীলদর্পণ' নাটকটিকে কোনটির সালে তুলনা করা হয়?**
উত্তর: 'Uncle Tom's Cabin'।

১৫. **'সধবার একাদশী' কি ধরনের নাটক?**
উত্তর: সামাজিক নাটক।

১৬. **নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখে কে মঞ্চে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন?**
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

Teacher's Work

১. **'নীলদর্পণ' নাটকটির বিষয়বস্তু কী?** [৩৪তম বিসিএস]
ক) নীলকরদের অত্যাচার খ) ভাষা আন্দোলন গ) অসহযোগ আন্দোলন ঘ) তেভাগা আন্দোলন — ক

২. **কোন গ্রন্থটি ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?** [১৬তম বিসিএস]
ক) মেঘনাদবধ কাব্য খ) দুর্গেশনন্দিনী গ) নীলদর্পণ ঘ) অগ্নিবীণা — গ

৩. **দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?** [৩৮তম বিসিএস]
ক) ঢাকা খ) কলকাতা গ) বর্ধমান ঘ) পাটনা — ক

৪. **কোনটি দীনবন্ধু মিত্রের রচনা?** [২৬তম বিসিএস]
ক) কমলে কামিনী খ) চক্ষুদান গ) বিধবা বিবাহ ঘ) ভদ্রার্জুন — ক

৫. **দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন কোনটি?** [২৮তম বিসিএস]
ক) বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ খ) বিয়ে পাগলা বুড়ো গ) কিঞ্চিৎ জলযোগ ঘ) কল্কি অবতার — খ

৬. **দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কে?** [৪০তম বিসিএস]
ক) প্যারীচাঁদ মিত্র খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ) প্রমথ চৌধুরী ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় — খ

৭. **নীলদর্পণ প্রথম মঞ্চস্থ হয়-**
ক) ঢাকা খ) কলকাতা গ) চট্টগ্রাম ঘ) বরিশাল — ক

৮. **'Uncle Tom's Cabin'- এর আদলে বাংলা কোন নাটকটি প্রকাশিত হয়?**
ক) ভ্রান্তিবিলাস খ) রত্নাবলী গ) শর্মিষ্ঠা ঘ) নীলদর্পণ — ঘ

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে অভিহিত করা হয় বেগম রোকেয়াকে (১৮৮০-১৯৩২)। তিনি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। তাঁর জন্মস্থান রংপুরের পায়রাবন্ধ গ্রাম, জন্ম ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর। ১৯০২ সালে তার প্রথম গল্প 'পিপাসা' নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ৩ মে ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯১০ সালে কলকাতায় গমন করেন এবং নারী মুক্তির লক্ষ্যে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' (১৯১১) ও 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' (মুসলিম মহিলা সমিতি)- (১৯১৬) প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

'পিপাসা' (মহরম)	▪ প্রকাশকাল- ১৯০২ খ্রি.। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ▪ এটি কলকাতার 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বেগম রোকেয়া ও তাঁর গ্রন্থ :

'মতিচূর'	এটি তাঁর প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ।
'অর্ধাঙ্গী'	মূল উপজীব্য- নারী জাগরণের পক্ষে সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ মতামত।
'জাগো গো ভগিনী'	প্রবন্ধটির মূল উপজীব্য হলো- নারী শিক্ষা।

বেগম রোকেয়া ও তাঁর উপন্যাস :

পদ্মরাগ (১৯২৪ খ্রি.): এটিকে উপন্যাস না বলে উপন্যাসোপম গদ্য বলে আখ্যায়িত করাই ভালো। কেননা উপন্যাসের গাঁথুনি এখানে নেই।

অবরোধবাসিনী (১৯৩১ খ্রি.): এটি রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের কাহিনি রচিত হয়েছে কতকগুলো ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না নিয়ে।

'Sultana's Dream'/সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৮ খ্রি.): সুলতানার স্বপ্ন বেগম রোকেয়া রচিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ।

'নারীর অধিকার': এটি বেগম রোকেয়ার শেষ রচনা।

এক কথায় উত্তর

১. **কোন বেগম রোকেয়া লেখনী ধারণ করেছিলেন?**
উত্তর: নারীদের কুসংস্কারমুক্ত ও শিক্ষিত করতে।

২. **বেগম রোকেয়া কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর: ১৮৮০।

৩. **বেগম রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: অবরোধবাসিনী।

৪. **মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত কে?**
উত্তর: বেগম রোকেয়া।

৫. **বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর: ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর।

৬. **বেগম রোকেয়ার লেখা প্রথম গল্প কোনটি?**
উত্তর: পিপাসা।

৭. **বেগম রোকেয়া মুসলিম মহিলা সমিতি কবে প্রতিষ্ঠা করেন?**
উত্তর: ১৯১৬ সালে।

৮. **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের রচনাগুলো কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: সওগাত।

৯. **পদ্মরাগ কার লেখা?**
উত্তর: বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত।

১০. **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত এর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?**
উত্তর: অবরোধবাসিনী।

১১. **'মতিচূর' কি ধরনের রচনা?**
উত্তর: প্রবন্ধ।

১২. **বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান কোথায়?**
উত্তর: রংপুর।

১৩. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখিকা?**
উত্তর: বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত।

১৪. **"ধান্য তার বসুন্ধরা যার" উক্তিটি কার?**
উত্তর: বেগম রোকেয়ার।

১৫. **'মতিচূর' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
উত্তর: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

১৬. **বেগম রোকেয়ার রচিত গ্রন্থগুলো হলো-**
উত্তর: পদ্মরাগ, মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন, অবরোধবাসিনী।

১৭. **'সুলতানার স্বপ্ন' কার রচনা?**
উত্তর: বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

Teacher's Work

১. **বেগম রোকেয়ার রচনা কোনটি?** [১১তম বিসিএস]
ক) ভাষা ও সাহিত্য খ) আয়না গ) লালসালু ঘ) অবরোধবাসিনী — ঘ

২. **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ কোনটি?** [৩৯তম বিসিএস]
ক) পদ্মাবতী খ) পদ্মগোখরা গ) পদ্মরাগ ঘ) পদ্মমণি — গ

৩. **রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচূর' কোন ধরনের রচনা?** [৩৮তম বিসিএস]
ক) প্রবন্ধ খ) উপন্যাস গ) নাটক ঘ) আত্মজীবনী — ক

৪. **বাংলাদেশের কোন মহীয়সী নারীর রচনা 'সুলতানার স্বপ্ন'?**
ক) বেগম রোকেয়া খ) নবাব ফয়জুন্নেসা গ) বেগম সুফিয়া কামাল ঘ) সেলিনা হোসেন — ক

কায়কোবাদ

কায়কোবাদ, মহাকবি কায়কোবাদ বা মুন্সী কায়কোবাদ (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৭-২১ জুলাই, ১৯৫১) বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য কবি যাকে মহাকবিও বলা হয়। তার প্রকৃত নাম কাজেম আল কোরায়শী। কবি কায়কোবাদই হচ্ছেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি।

তিনি বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট রচয়িতা।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন:

কায়কোবাদ ১৮৫৭ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি (বর্তমানে বাংলাদেশের) ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অধীনে আগলা-পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

কাব্যগ্রন্থ

- বিরহ বিলাপ (১৮৭০) (এটি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ)
- কুসুম কানন (১৮৭৩)
- অশ্রুমালা (১৮৯৬) : তাঁর বিখ্যাত গীতিকাব্য
- মহাশ্মশান (১৯০৪), এটি তার রচিত মহাকাব্য
- শিব-মন্দির বা জীবন্ত সমাধি (১৯২১)
- অমিয় ধারা (১৯২৩)
- শ্মশানভস্ম (১৯২৪)
- মহররম শরীফ (১৯৩২): 'মহররম শরীফ' কবির মহাকাব্যোচিত বিপুল আয়তনের একটি কাহিনী কাব্য।
- প্রেমের বাণী (১৯৭০)
- প্রেম পারিজাত (১৯৭০)

পুরস্কার ও সম্মাননা

বাংলা মহাকাব্যের অস্তোন্মুখ এবং গীতিকবিতার স্বর্ণযুগে মহাকবি কায়কোবাদ মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাস থেকে কাহিনী নিয়ে 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য রচনা করে যে দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন তা তাকে বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় আসনে স্থান করে দিয়েছে। ১৯৩২ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের মূল অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কবি কায়কোবাদ। বাংলা কাব্য সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ তাকে 'কাব্যভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ' ও 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মৃত্যু: ১৯৫১ সালের ২১ জুলাই কায়কোবাদ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

এক কথায় উত্তর

১. **আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি কবি কে?**
উত্তর: মহাকবি কায়কোবাদ।

২. **তাঁর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য কোনটি?**
উত্তর: মহাশ্মশান (১৯০৪)।

৩. **কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কী?**
উত্তর: মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়েশী।

৪. **বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট রচয়িতা?**
উত্তর: কায়কোবাদ।

৫. **মহাকবি কায়কোবাদ রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
উত্তর: বিরহ বিলাপ।

৬. **মহাশ্মশান কাব্যের মূল উপজীব্য কী?**
উত্তর: পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

৭. **মহাকবি কায়কোবাদের কত বছর বয়সে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: তের বছর।

৮. **'অশ্রুমালা' কি ধরনের কাব্য?**
উত্তর: গীতিকাব্য।

৯. **কায়কোবাদ জন্মগ্রহণ করেন?**
উত্তর: ১৮৫৭ সালে।

১০. **'শিব-মন্দির' কার লেখা?**
উত্তর: কায়কোবাদ।

১১. **কায়কোবাদ কত সালে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন?**
উত্তর: ১৯২৫ সালে।

১২. **'আযান' কবিতাটি কার রচনা?**
উত্তর: কায়কোবাদ।

১৩. **"মহররম শরীফ" কার লেখা কাব্যগ্রন্থ?**
উত্তর: কায়কোবাদ।

১৪. **মহাকবি কায়কোবাদ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন?**
উত্তর: ঢাকা।

Teacher's Work

১. **কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে 'মহাশ্মশান' কাব্য রচিত?**
ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ খ) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ গ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ঘ) পলাশীর যুদ্ধ — **গ**

২. **'মহাশ্মশান' মহাকাব্য কোন সালের পানিপথের যুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে রচিত?**
ক) ১৭২৬ খ) ১৭৬১ গ) ১৫৫৬ ঘ) ১৫২৬ — **খ**

৩. **মহাশ্মশান কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কবি কায়কোবাদের আসল নাম কি?**
ক) ইসমাইল হোসেন সিরাজী খ) নেয়ামত উল্লাহ আল কোরেশী
গ) মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী ঘ) মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী — **গ**

৪. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম মহাকবি কে?**
ক) শাহ মুহম্মদ সগীর খ) মীর মশাররফ হোসেন গ) আলাওল ঘ) কায়কোবাদ — **ঘ**

৫. **'মহাশ্মশান' মহাকাব্যের কবি কে?**
ক) ফররুখ আহমদ খ) মীর মশাররফ হোসেন গ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঘ) কায়কোবাদ — **ঘ**

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

তিনি মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার মাঝ আইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম রেনেসাঁর কবি। 'সাত সাগরের মাঝি' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এ কাব্যের উপজীব্য।

কাব্যগ্রন্থ

১. সাত সাগরের মাঝি (ডিসেম্বর, ১৯৪৪) (শ্রেষ্ঠ কাব্য)
২. সিরাজাম মুনীরা (সেপ্টেম্বর, ১৯৫২)
৩. নৌফেল ও হাতেম (জুন, ১৯৬১)-কাব্যনাট্য
৪. মুহূর্তের কবিতা (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩) (এটি তার সনেট সংকলন)
৫. ধোলাই কাব্য (জানুয়ারি, ১৯৬৩)
৬. ১৯৩৭ সালে 'বুলবুল' পত্রিকায় তার প্রথম কবিতা 'রাত্রি' প্রকাশিত হয়।
৭. হাতেম তায়ী (১৯৬৬)-কাহিনীকাব্য: এটির জন্য আদমজী পুরস্কার পান।
৮. নতুন লেখা (১৯৬৯)
৯. কাফেলা (অগাস্ট, ১৯৮০)
১০. হাবিদা মরুর কাহিনী (১৯৮১)
১১. সিন্দাবাদ (অক্টোবর, ১৯৮৩)
১২. দিলরুবা (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪)

শিশুতোষ গ্রন্থ

১. পাখির বাসা (১৯৬৫)- এর জন্য ১৯৬৬ সালে UNESCO পুরস্কার পান।
২. হরফের ছড়া (১৯৭০)
৩. চাঁদের আসর (১৯৭০)
৪. ছড়ার আসর (১৯৭০)
৫. ফুলের জলসা (ডিসেম্বর, ১৯৮৫)

পুরস্কার

১. ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।
২. ১৯৬৫ সনে প্রেসিডেন্ট পদক প্রাইড অব পারফরমেন্স এবং ১৯৬৬ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন।
৩. ১৯৭৭ ও ১৯৮০ সালে তাকে যথাক্রমে মরণোত্তর একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়।

এক কথায় উত্তর

১. ফররুখ আহমদের উপাধি কী?
উত্তর: মুসলিম রেনেসাঁর কবি।

২. তাঁর প্রথম কবিতা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর: বুলবুল।

৩. তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: সাত সাগরের মাঝি।

৪. মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি কে?
উত্তর: ফররুখ আহমদ।

৫. কোন কবি তার রচনার আরবি-ফারসি শব্দের নৈপুণ্য দেখিয়েছেন?
উত্তর: ফররুখ আহমদ।

৬. ফররুখ আহমদ স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন কত সালে?
উত্তর: ১৯৮০ সালে।

৭. ফররুখ আহমদের রচনার মূল উপজীব্য কোনটি?
উত্তর: ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

৮. কোন গ্রন্থটির জন্য ফররুখ আহমদ আদমজী পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর: হাতেমতায়ী।

৯. 'পাঞ্জেরী' কার লেখা?
উত্তর: ফররুখ আহমেদ।

১০. 'পাঞ্জেরী' কবিতাটি কোন ছন্দের রচিত?
উত্তর: মাত্রাবৃত্ত।

১১. 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থটিতে কয়টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে?
উত্তর: ১৯টি।

১২. ফররুখ আহমদ মৃত্যুর পর কোন পদক লাভ করেন?
উত্তর: একুশে পদক।

১৩. ফররুখ আহমদের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: সাত সাগরের মাঝি।

১৪. 'নৌফেল ও হাতেম' কার লেখা?
উত্তর: ফররুখ আহমেদ।

১৫. 'মেঘ বৃষ্টি আলোর দেশ' কার লেখা কবিতা?
উত্তর: ফররুখ আহমেদ।

১৬. 'সিরাজাম মুনীরা' কার লেখা?
উত্তর: ফররুখ আহমদ।

Teacher's Work

১. 'সাত সাগরের মাঝি' কার রচনা? [২৮তম ও ২২তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক গোলাম মোস্তফা খ বন্দে আলী মিয়া গ আহসান হাবীব ঘ ফররুখ আহমদ — ঘ

২. 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যের রচয়িতার নাম- [১৭তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক তালিম হোসেন খ ফররুখ আহমদ গ গোলাম মোস্তফা ঘ আবুল হোসেন — খ

৩. ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কোন কাব্যের উপজীব্য? [১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক জিঞ্জীর - কাজী নজরুল ইসলাম
খ সাত সাগরের মাঝি- ফররুখ আহমদ
গ দিলরুবা - আব্দুল কাদির
ঘ নূরনামা - আবদুল হাকিম — খ

৪. ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
ক সাত সাগরের মাঝি খ পাখির বাসা গ নৌফেল ও হাতেম ঘ হাতেম তাই — ক

৫. 'কারবালার প্রান্তরে' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ ফররুখ আহমদ গ মীর মশাররফ হোসেন ঘ আহসান হাবীব — খ

Unique Question for Student Practice

১. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম সাল কোনটি?
ক ১৮১৪ খ ১৮২৪
গ ১৮৩৪ ঘ ১৮৪৪ **খ**

২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন?
ক অষ্টাদশ শতাব্দী খ উনবিংশ শতাব্দী
গ বিংশ শতাব্দী ঘ একবিংশ শতাব্দী **খ**

৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন–
ক বরুদিয়া খ সাগরদাঁড়ী
গ দেওয়াটখালি ঘ নারুচি **খ**

৪. মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি যশোর জেলার কোন উপজেলায়?
ক মণিরামপুর খ চৌগাছা
গ কেশবপুর ঘ অভয়নগর **গ**

৫. মধুসূদন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন–
ক ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে খ ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে **খ**

৬. মধুসূদনের মৃত্যু হয় কোথায়?
ক ভার্সাই নগরে খ কলকাতা মেডিকেল কলেজে
গ আলিপুর হাসপাতালে ঘ সাগরদাঁড়ি নিজ বাসভবনে **গ**

৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক মধুসূদন খ মধূসূদন
গ মধূসুদন ঘ মধুসুদন **ক**

৮. বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রবর্তক কে?
ক বিহারীলাল খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ দৌলত কাজী ঘ চণ্ডীদাস **খ**

৯. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকবি–
ক কায়কোবাদ খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ আলাওল **গ**

১০. 'টিমোথি পেনপয়েম' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন–
ক অমিয় চক্রবর্তী খ বুদ্ধদেব বসু
গ মধুসূদন দত্ত ঘ রূপরাম চক্রবর্তী **গ**

১১. 'দত্তকুলোদ্ভব' কবি কে?
ক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ অজিত দত্ত **গ**

১২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য–
ক মহাভারত খ মহাশ্মশান
গ মেঘনাদবধ ঘ অশ্রুমালা **গ**

১৩. মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য কোনটি?
ক বীরাঙ্গনা কাব্য খ মেঘনাদবধ কাব্য
গ কৃষ্ণকুমারী ঘ শর্মিষ্ঠা **খ**

১৪. মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উৎস কী?
ক রামায়ণ খ মহাভারত
গ ভাগবত ঘ কুমারসম্ভব **ক**

১৫. 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সর্গ সংখ্যা কয়টি?
ক ১৫টি খ ৮টি গ ১২টি ঘ ৯টি **ঘ**

১৬. মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকৃতপক্ষে কোন রসের কাব্য?
ক বীর রস খ করুণ রস
গ শান্ত রস ঘ মধুর রস **ক**

১৭. "আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?" 'ভিখারী রাঘব' কে?
ক রাবণ খ মেঘনাদ
গ রাম ঘ বিভীষণ **গ**

১৮. বিভীষণের স্ত্রীর নাম কী?
ক উর্মিলা খ মন্দোদরী
গ চিত্রাঙ্গদা ঘ সরমা **ঘ**

১৯. 'হেক্টরবধ' কোন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত?
ক হোমারের ইলিয়াড খ হোমারের ওডিসি
গ ভার্জিনের ইনিড ঘ দান্তের ডিভাইন কমেডি **ক**

২০. 'দি ক্যাপটিভ লেডি' (The Captive Lady) কাব্যটি লিখেছেন–
ক উইলিয়াম কেরী খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ প্রেমেন্দ্র মিত্র **খ**

২১. 'অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য কোনটি?
ক ব্রজাঙ্গনা কাব্য খ বীরাঙ্গনা কাব্য
গ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ঘ মেঘনাদবধ কাব্য **গ**

২২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' একটি–
ক পত্রকাব্য খ কাহিনীকাব্য
গ মহাকাব্য ঘ খণ্ড কবিতা সংকলন **খ**

২৩. 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যে পত্র সংখ্যা কত?
ক ১১ খ ২১ গ ৩১ ঘ ৪১ **ক**

২৪. রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক রচনা কোনটি?
ক সারদামঙ্গল খ বঙ্গসুন্দরী
গ ব্রজাঙ্গনা ঘ কৃষ্ণকুমারী **গ**

২৫. বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়–
ক পদ্মাবতী নাটকে খ মেঘনাদবধ মহাকাব্যে
গ ব্রজাঙ্গনা কাব্যে ঘ কৃষ্ণকুমারী **ক**

২৬. মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক কোনটি?
ক শকুন্তলা খ শর্মিষ্ঠা
গ ভদ্রার্জুন ঘ রাবণবধ **খ**

২৭. মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক কোনটি?
ক শকুন্তলা খ ভদ্রার্জুন
গ কৃষ্ণকুমারী ঘ রাবণবধ **গ**

২৮. নিম্নের গ্রন্থগুলোর মধ্যে মধুসূদনের রচিত কোনটি?
ক রত্নাবতী খ সীতার বনবাস
গ মায়াকানন ঘ রামচরিত মানস **গ**

২৯. 'একেই কি বলে সভ্যতা' এর রচয়িতা কে?
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ মীর মশাররফ হোসেন
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **ক**

৩০. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কার রচনা?
ক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খ নবীনচন্দ্র সেন
গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় **গ**

৩১. মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা নয় কোনটি?
ক তিলোত্তমাসম্ভব খ মেঘনাদবধ কাব্য
গ বেতালপঞ্চবিংশতি ঘ বীরাঙ্গনা **গ**

৩২. "অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে ও বঙ্গে" কার উক্তি?
ক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ রামরাম বসু ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **খ**

৩৩. "সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে। সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।" চরণ দুটির কবি কে?
ক মোহিতলাল মজুমদার খ সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত — ঘ

৩৪. "জন্মিলে মরিতে হবে, / অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীর, / হায় রে জীবন-নদে? কোন কবির উক্তি?
ক নবীনচন্দ্র সেন খ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘ কায়কোবাদ — খ

৩৫. 'কপোতাক্ষ নদ' কোন জাতীয় কবিতা?
ক গদ্য কবিতা খ গীতিকবিতা
গ সনেট ঘ পয়ার — গ

৩৬. 'বঙ্গভাষা' সনেট প্রথম কী নামে লেখা হয়?
ক কবি-মাতৃভাষা খ মাতৃভাষা
গ আত্মবিলাপ ঘ মহাভাষার অহংকার — ক

৩৭. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক অক্ষরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত
গ স্বরবৃত্ত ঘ মুক্তক ছন্দ — ক

৩৮. কোন কবিতাটি অষ্টক ও ষষ্টকে বিভক্ত–
ক কবর খ সোনার তরী
গ ধন্যবাদ ঘ বঙ্গভাষা — ঘ

৩৯. 'বঙ্গভাষা' সনেটে ষষ্টকের মিলবিন্যাস–
ক কখখকগগ খ কখকখগগ
গ ককখখগগ ঘ গঘঘগঙঙ — ঘ

৪০. "হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন,/তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি, পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ/পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।" এই পঙক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক গোবিন্দচন্দ্র দাস খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ মধুসূদন দত্ত — ঘ

৪১. ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন প্রতিষ্ঠান 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করে?
ক প্রেসিডেন্সি কলেজ খ সংস্কৃত কলেজ
গ বিদ্যাসাগর কলেজ ঘ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — খ

৪২. হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রবর্তক-
ক রাজা রামমোহন রায় খ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ সরোজিনী নাইডু ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — ঘ

৪৩. বিধবাবিবাহ রহিতকরণে কে কলম যুদ্ধ করেন-
ক রাজা রামমোহন রায় খ প্যারীচাঁদ মিত্র
গ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — ঘ

৪৪. বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্ন বা যতিচিহ্ন ব্যবহারের কৃতিত্ব কার?
ক বিদ্যাসাগরের খ অক্ষয়কুমারের
গ চণ্ডীচরণ মুন্সির ঘ কালীপ্রসন্ন সিংহের — ক

৪৫. কোন গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয়?
ক ভ্রান্তিবিলাস খ বেতাল পঞ্চবিংশতি
গ প্রভাবতী ঘ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস — খ

৪৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা-
ক প্রভাবতী সম্ভাষণ খ জীবন রচিত
গ বেতাল পঞ্চবিংশতি ঘ সীতার বনবাস — ক

৪৭. শেক্সপিয়রের নাটকের বাংলা গদ্যরূপ দিয়েছেন-
ক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — খ

৪৮. ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের লেখা কোন বইটি ক্লাসিক মর্যাদা লাভ করেছেন?
ক শকুন্তলা খ সীতার বনবাস
গ বর্ণপরিচয় ঘ ভ্রান্তিবিলাস — গ

৪৯. বাংলা ভাষায় বাক্যের অর্থ উদ্ধারের সুবিধার্থে কে প্রথম দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদির প্রবর্তন করেন?
ক উইলিয়াম কেরি খ প্যারীচাঁদ মিত্র
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — গ

৫০. কোনটি বিদ্যাসাগরের রচনা?
ক রাজাবলী খ বত্রিশ সিংহাসন
গ হিতোপদেশ ঘ শকুন্তলা — ঘ

৫১. বাংলা সাহিত্যে কে 'পল্লীকবি' নামে খ্যাত?
ক জীবনানন্দ দাশ খ সুফিয়া কামাল
গ জাহানারা আরজু ঘ জসীমউদ্‌দীন — ঘ

৫২. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন জন্মগ্রহণ করেন–
ক নোয়াখালীতে খ ফরিদপুরে
গ বরিশালে ঘ চব্বিশ পরগনায় — খ

৫৩. তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি?
ক জসীমউদ্‌দীন খ আবুল হাসান
গ ফররুখ আহমদ ঘ শহীদ কাদরী — ক

৫৪. জসীমউদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক রাখালী খ সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ নক্সী কাঁথার মাঠ ঘ বালুচর — ক

৫৫. কোন কাব্যটি পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীনের রচিত?
ক চৈতালী খ রাখালী
গ ফণি-মনসা ঘ আলো পৃথিবী — খ

৫৬. 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা?
ক কাব্য খ উপন্যাস
গ নাটক ঘ প্রবন্ধ — ক

৫৭. জসীমউদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনিকাব্য কোনটি?
ক নকশী কাঁথার মাঠ খ সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ সকিনা ঘ রাখালী — ক

৫৮. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কোন জাতীয় কাব্য?
ক কাহিনিকাব্য খ গীতিকাব্য
গ উপাখ্যান ঘ চম্পুকাব্য — ক

৫৯. 'নকশী কাঁথার মাঠ' বইয়ের লেখক কে?
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ গোলাম মোস্তফা
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ মীর মশাররফ হোসেন — গ

৬০. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কোন কবির কাব্যকে আশ্রয় করে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে?
ক জীবনানন্দ দাশ খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ বন্দে আলী মিয়া ঘ জসীমউদ্‌দীন — ঘ

৬১. Field of the Embroadery Quilt কাব্যটি কবি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ?
ক সোজন বাদিয়ার ঘাট খ রঙিলা নায়ের মাঝি
গ নকশী কাঁথার মাঠ ঘ রাখালী — গ

৬২. জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্য গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে?
ক সোজন বাদিয়ার ঘাট খ বালুচর
গ নকশী কাঁথার মাঠ ঘ রাখালী — গ

৬৩. জসীমউদ্‌দীন রচিত 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
ক বালুচর খ রাখালী
গ ধানক্ষেত ঘ মাটির কান্না — গ

৬৪. 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এর রচয়িতা কে?
ক শামসুর রাহমান খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ জসীমউদ্‌দীন ঘ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ — গ